২২/৭/২০০৩

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক সংবাদ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের প্রতি হাইকোর্টের রুল জারি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের প্রকৌশল শাখার প্রধান তথা চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রকৌশলী মোহাম্মদ রহমতুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ও তাকে বাদ দিয়ে তার অধীনস্থ নির্বাহী প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় প্রকৌশল কর্মকাণ্ড নির্বাহ করানোর লক্ষ্যে এবং তাদের কাজের জন্য তাদেরকে সরাসরি উপাচার্যের কাছে দায়ী করে গত ১৫ এবং ২৮শে মে দুইটি আদেশ ইস্যু করা হয়। উল্লিখিত আদেশ দুইটি বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে চিফ ইঞ্জিনিয়ার মো. রহমতুল্লাহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ ধারায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রিট আবেদন পেশ করেন। বাদি তার আবেদনে বলেন, এতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত প্রকৌশল বিধি লংঘিত হয়েছে এবং প্রকৌশল শাখার সার্বিক চেইন অফ কমান্ড ভেঙে পড়েছে।

উক্ত রিট আবেদনের শুনানিশেষে মহামান্য আদালত গত ১৫ই এপ্রিল উল্লিখিত আদেশ দুইটি কেন আইনগত কর্তৃত্বহীন ও বিধি বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে চার সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার এবং কোষাধ্যক্ষকে কারণ দর্শানোর জন্য এক রুলনিশি জারি করেছেন। সেই সঙ্গে আদালত উল্লেখিত বিতর্কিত আদেশ দুইটির কার্যকারিতা ছয় মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

বিচারপতি এম. এ আজিজ এবং বিচারপতি মো. শামসুল হুদা সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ শুনানিশেষে উক্ত রুলনিশি জারি ও নির্দেশ প্রদান করেন।

আবেদনকারীর পক্ষে রিট আবেদন পেশ করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ এবং তাকে সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট এম. এ কুদ্দুস, অ্যাডভোকেট কামরুল আলম, অ্যাডভোকেট রোজী প্রমুখ আইনজীবী।